



বাংলাদেশের বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রম: একটি নিবিড় অনুসন্ধান

Child Labour in Bidi Industries of Bangladesh: An Intensive Investigation



PROGGA Knowledge for Progress

House 6 (3rd Floor), Main Road 3, Block A, Section 11, Mirpur, Dhaka

E-mail: progga.bd@gmail.com; info@progga.org

Tel: +880-2-9005553; Fax: +880-2-8060751

Skype ID: progga.bd; URL: www.progga.org

আইন অনুযায়ী বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রম ব্যবহার নিষিদ্ধ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ‘রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশু অধিকার রক্ষা করবে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম অর্থাৎ শিশুর স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর অথবা ব্যাঘাত ঘটায় অথবা বিপদের আশঙ্কা আছে এমন সব কাজে যেন শিশুদের ব্যবহার করা না হয় তার ব্যবস্থা নেবে’। উক্ত সনদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিশুদের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে। এ তালিকার চতুর্থ নম্বরেই রয়েছে বিড়ি ও সিগারেট কারখানার কাজ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন নং ১৮২ অনুসমর্থন করেছে। শিশু অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত এসব বিধি-বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিড়ি কারখানার মালিকেরা ঝুঁকিপূর্ণ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে শিশুশ্রম ব্যবহার করছে।

একটি বেসরকারি গবেষণা মতে দেশে মোট বিড়ি কারখানার সংখ্যা ১১৭টি^১। এসব কারখানায় তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৬৫ হাজার। কারখানাগুলোতে মাসিক ও বাৎসরিক মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৪০৫ ও ৪,৮৬২ কোটি শলাকা। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)^২ এর গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে

Child labour in bidi industries has legally been banned in Bangladesh. Following the Section 32 of the UN Charter on Child Rights, ‘States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.’ Based on the Charter, the Government of Bangladesh has introduced a list of 38 hazardous jobs and banned children engagement with those tasks. Working at bidi and cigarette factory lies on the fourth position of the list. Besides, Bangladesh has ratified ILO Convention no 182 in 2001 that deals with the hazardous child labour. Since the rules and policies regarding child rights are not enforced properly, bidi factory owners are deploying children in different stages of hazardous tobacco processing and bidi production.

According to a study, there are 117¹ bidi factories in Bangladesh and about 65,000 workers are occupied



মোট বিড়ি কারখানার সংখ্যা ১৯৫টি এবং এ খাতে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৫ হাজার। যদিও কারখানার মালিকেরা তাদের নিয়োগকৃত গবেষক, লবিষ্ট ও ফ্রন্ট গ্রুপের মাধ্যমে এ খাতে ২৫ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে বলে দীর্ঘদিন যাবত অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তবে তথাকথিত এসব গবেষক ও শ্রমিক হিতৈষীরা বিড়ি কারখানায় নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বলতে নারাজ! অথচ বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট, মিডিয়ায় প্রচারিত খবরাখবর এবং প্রজ্ঞার টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিমের সদস্যদের সরেজমিন বিড়ি কারখানা পরিদর্শন প্রভৃতি থেকে উঠে এসেছে বিড়ি কারখানায় শিশুশ্রম ব্যবহারের ভয়াবহ চিত্র। এসব তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী বিড়ি

with the factories. They produce monthly and annually 405 and 4,865 crore sticks respectively. However, following the National Board of Revenue (NBR)² research, there are 195 bidi factories in the country and 75,000 workers are engaged with the factories although the factory owners have long been publicizing fabricated information with their deployed lobbyists, researchers and front groups that there are around 2.5 million workers currently working in bidi factories. However, the so called

¹ Bidi in Bangladesh: Myths and Reality; The Bidi Production sector in Bangladesh

² <http://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/03/30/26022> (Accessed 30 March 2014)

উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নিয়োজিত অধিকাংশ শিশুর বয়স ৪ থেকে ১২ বছর^৩। হারাগাছ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বদ্বন্দ্ব এবং কারখানার শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে হারাগাছে প্রায় ৩৫টি (যা দেশের মোট বিড়ি কারখানার প্রায় ৩০%) বিড়ি কারখানা চালু রয়েছে এবং এসব বিড়ি কারখানায় কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। উক্ত ৪০ হাজার



শ্রমিকের ২০ হাজারই (৫০%) শিশু। বাকী ২০ হাজারের মধ্যে ১২ হাজার (৩০%) নারী এবং ৮ হাজার (২০%) পুরুষ। শিশুশ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে স্কুলে যায়, বাকিরা কখনই স্কুলে যায় না। কোমলমতি এসব শিশুরা জানেই না প্রতিনিয়ত তারা কি পরিমাণ স্বাস্থ্যঝুঁকি বহন করছে অথবা এ শ্রম তাদের কোন অঙ্গকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয়দের মতে বিড়ি কারখানায় কাজ করা ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ায় বেশিদূর যেতে পারে না। পঞ্চম শ্রেণিতে গিয়েই অধিকাংশের পাঠ চুকাতে হয়। একইভাবে লালমনিরহাট জেলার সাংবাদিক এবং বিড়ি শ্রমিকদের সাথে আলাপে জানা গেছে এ জেলার ৯টি বিড়ি কারখানায় (যা দেশের মোট বিড়ি কারখানার প্রায় ৭.৭%) প্রায় ২১ হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছে, যাদের প্রায় ৭০ শতাংশই (১৪,৭০০) শিশু। বিড়ি তৈরির বিভিন্ন ধাপে নিয়োজিত এসব শিশুদের বয়স ৪-১৪ বছরের মধ্যে। সরেজমিনে এলাকার বেশ কয়েকটি বিড়ি কারখানা ঘুরে শিশুশ্রম ব্যবহারের এ সত্যতা মেলে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শ্রমিকদের ৬০-৭০ ভাগই শিশু। অন্যদিকে গৃহস্থালি পর্যায়ে বিড়ির খালি ঠোস বা শলাকা তৈরির সাথে যুক্ত শিশু শ্রমিকদের চিত্র আরও ভয়াবহ, এখানকার শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিকই শিশু।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শিশুরা সাধারণত বিড়ি তৈরির ৪টি ধাপ যথাঃ (১) বিড়ির খালি ঠোস তৈরি (২) খালি ঠোসে গুঁড়া তামাক ভরা (৩) তামাক ভরা ঠোসের মাথা মোড়ানো এবং (৪) বিড়ির প্যাকেট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কাজের মধ্যে ঠোস তৈরির কাজ গৃহস্থালি পর্যায়ে এবং বাদবাকি কাজ কারখানাতে সম্পন্ন হয়। সাধারণভাবে শিশুরা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিড়ি কারখানার কাজ এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাড়িতে ঠোস তৈরির কাজ করে থাকে। বাড়িতে তৈরি বিড়ির ঠোস কারখানায় নিয়ে তামাক ভরা এবং মাথা মোড়ানোর কাজ শেষ করে প্যাকেটজাত করা হয়। প্যাকেট তৈরির কাজ সাধারণত বয়স্করা করে, তবে শিশুরাও একাজ করে থাকে। শিশু শ্রমিকদের মজুরি প্রাপ্তির পরিমাণও খুবই নগণ্য। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা কাজ করলে একজন শিশুশ্রমিক গড়ে

researchers and lobbyists disagree to publish the exact number of child workers in the factories. But research, media reports and investigations by Tobacco Industry Watch Team at bidi factories have found shocking scenarios. According to information, most of the children are aged from 4 -12 years old³ and are engaged into different stages of bidi production process. After discussions with Haragaach bidi labour leaders and bidi factory workers it has been found that there are 35 bidi factories in the district which is 30% of all the bidi factories in the country and the number of bidi workers in the factories is about 40,000. Among the 40,000 labours, half of them are children (50%), among the remaining 20,000, there are 12,000 female (30%) and 8,000 males (20%). Among the children, 15,000 regularly or irregularly attend school and the rest do not attend at all. The children are unaware about the health hazards or about their uncertain future for working with the bidi factories. According to the locals, the boys and girls who work in the bidi factories cannot cross the primary education boundary and majority of them drop out when they are at the fifth grade. Similarly, discussions with bidi labourers and the journalists of Lalmonirhat reveals that there are nine bidi factories in the district, which is 7.7% of all the factories in the country and there are around 21,000 labourers engaged with the factories, and 70% (14,700) of them are children aging from 4 – 14 years. The validity of the information has been found through direct observations in some of the bidi factories of the region. Investigations have found that 60-70% is children in the factories, and the scenario is more alarming at domestic level as around 90 of the children are engaged with processing empty bidi shells or sticks.

Investigations have also found that usually children



are engaged in the four stages of bidi production – (1) preparing empty bidi shells, (2) inserting chopped tobacco in to the shells, (3) closing the shell tops and (4) preparing bidi packets. Among the all tasks, bidi

³ http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=38&dd=2013-06-14&ni=138830



সাড়ে চার হাজার ঠোস তৈরি করতে পারে। প্রতি হাজার ঠোস তৈরির মজুরি গড়ে ৭.৫০ টাকা। একইভাবে কারখানায় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত একজন শিশু গড়ে ৫ হাজার বিড়ির মুখ মোড়ানোর কাজ করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রতি হাজারে গড় মজুরি ৭.৫০ টাকার বেশি নয়। অর্থাৎ দিনে একজন শিশুশ্রমিকের গড় মজুরি প্রায় ৩৫ টাকা। স্থানীয়দের মতে, বেশিরভাগ কারখানায় গড়ে ১২ দিন কাজ থাকে। সে হিসেবে একজন শিশুশ্রমিকের মজুরি বাবদ গড় মাসিক আয় মাত্র ৪২০ টাকা। দৈনিক হিসেবে এই আয় মাত্র ১৪ টাকা।

স্থানীয়দের মতে শিশুরা বিড়ি তৈরির কাজে একবার জড়িয়ে পড়লে সহজে বের হতে পারে না। অধিকন্তু বেশিরভাগ শিশুই তামাক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা, তামাক সেবন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে বেশিরভাগ শিশুই মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার হয়। জীবন চলার শুরুতেই কোমলমতি এসব শিশুর শরীরে বাসা বাঁধে নানারকম অসুখ-বিসুখ। শিশু শ্রমিকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে তারা খুব ঘনঘন জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং সর্দি-কাশি প্রায় নিয়মিতই লেগে থাকে। কিছুদিন পর পরই মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, পেট ব্যথা,

and the remaining are in the factories. Usually children work in factories from 9am to 12am and make bidi shells from 4pm to 9pm at their residences. The bidi shells prepared at homes are taken to the factories to be inserted processed tobacco and packaging. Although the adults are responsible to prepare the packets, children are also found in participating in packaging. Payment for the children to prepare bidi shells is very poor. A child, if works at a factory from 4pm to 9pm, can make in average around 4,500 shells and they are paid only Tk 7.50 for per thousand shells. By the same way, a child from 8am to 12am can close on average around 5,000 shell tops and the wage is same for it –TK 7.50 for per thousand that means a child earns Tk 35 a day on average. Following the locals, in most of the factories there are 12 working days in a month, and accordingly a child can earn only Tk 420 in a month on average. However, considering the daily income it is only Tk 14 for a day.



The locals said that the children cannot get out the bidi processing trap once they are involved and most of the children turn into tobacco users. Children also suffer from malnutrition as they work in the unhealthy environments for years, use tobacco and do not get balanced meals. They face different diseases in the very beginning of their lives. Discussion with the child workers unveils that they suffer from frequent fevers and coughs are too common among them. They also suffer from headaches, abdominal problems, diarrhea, muscle pain etc. Besides, chronic bronchitis and asthma affected children are turning the worst sufferers for the unhealthy environment inside the bidi factories. A medical officer of Haragaach Government Hospital has acknowledging the issue said that half of the patients who come to the medical suffer from cold, coughs, fever and malnutrition. The medical

হাত-পা ব্যথা ও পাতলা পায়খানা প্রভৃতি অসুখে আক্রান্ত হয় তারা। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ব্রঙ্কাইটিস ও এজমা রোগে আক্রান্ত অনেক শিশু বিড়ি কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। হারাগাছ ৩১ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি হাসপাতালের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের সাথে আলাপ করে উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতা পাওয়া গেছে। মেডিকেল অফিসারের তথ্য মতে, হাসপাতালে যে পরিমাণ রোগী আসে তার অর্ধেকই এজমা আক্রান্ত বাদবাকিরা ঠাণ্ডা-কাশি, জ্বর ও অপুষ্টিজনিত অসুখসহ নানাবিধ অসুখে আক্রান্ত। তার মতে, এজমা রোগীদের বেশির ভাগই বিড়ি কারখানায় কাজ করে। রোগীদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নারী, ১০ ভাগ শিশু এবং ১০ ভাগ পুরুষ। শিশু ও পুরুষ রোগীদের প্রায় সবাই ধূমপান করে। শিশুদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে এধরনের অসুখে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ ক্রয় করে শিশুদেরকে খাওয়ান। মাসে গড়ে চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় ৩০-৪০ টাকা। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় চিকিৎসা বাবদ খরচ হওয়া এই সামান্য ক'টি টাকাও শিশু শ্রমিকদের খানার উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে।

শিশুশ্রমিক খানাগুলির আয়-রোজগারের চিত্র খুবই ভয়াবহ এবং অমানবিক। শ্রম বিক্রিই তাদের আয়-রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। আবাদি জমিজমা, গবাদিপশু এমনকি বসতভিটাও নেই অনেক খানার। বেশির ভাগ খানা প্রধানই বিড়ি শিল্পের কাজের সাথে যুক্ত, কোন কোন খানা প্রধান কৃষি/পরিবহণ শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। বিড়ি শিল্পের সাথে জড়িত শিশুশ্রমিক খানাগুলির মাসিক গড় আয় প্রায় ৩০০০ টাকা। ৫/৬ জন সদস্য বিশিষ্ট এসব খানার পক্ষে এই সামান্য টাকায় মাস পার করা রীতিমত অসাধ্য সাধন করার মতো। খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ (HIES-2010) এর তথ্যানুযায়ী ২০১০ সালে একটি ভূমিহীন খানার মাসিক গড় আয় ছিল ১১৪৭৯ টাকা, ২০০৫, ২০০০ ও ১৯৯৫/৯৬ সালে এটা ছিল যথাক্রমে ৭২০৩, ৫৮৪২ ও ৪৩৬৬ টাকা^৪। অর্থাৎ দেড় যুগ আগে একটি ভূমিহীন খানার গড় আয় যে পরিমাণ (৪৩৬৬ টাকা) ছিল তার চেয়েও অনেক কম বর্তমান বিড়ি শ্রমিকদের খানার গড় আয়।



বিগত কয়েক দশকে প্রায় সবধরনের শ্রমজীবী মানুষের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি

officer also said that most of the asthma patients work in the bidi factories and 80% of the patients are females, while 10% is children and remaining 10% is adult male. The guardians of the children said that they use the local pharmacies to get medication for their children in such cases and it costs around Tk 30 – 40 in a month. Since they lack financial solvency, they even cannot bear the meager amount as well which is a kind of burden for them.



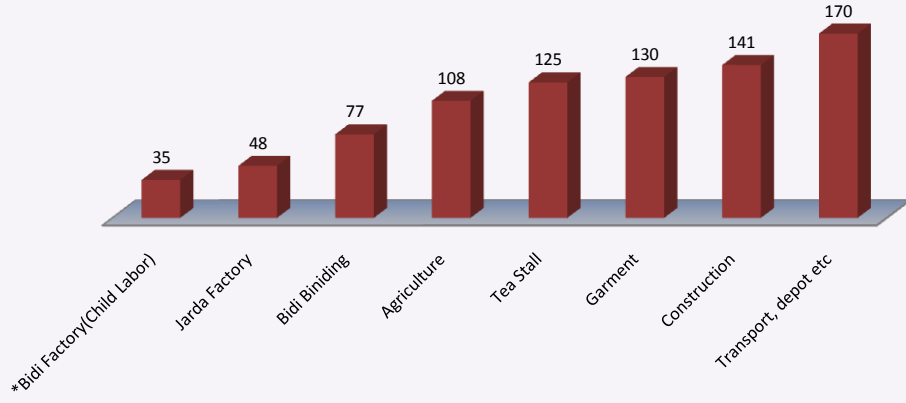
The earning scenario of the child labour households is horrific as selling their labour is their capital of income and even most of

the households do not have any cultivable lands, livestock and even a small piece of homestead lands. Majority of the household members are engaged into bidi industry, and some of them are engaged as agriculture labourer, transport worker or petty traders. The households where child labourers for bidi factories live earn around TK 3000 on average. Meeting the costs of a household for a month with the scanty amount is almost similar to execute something impossible. Following the household income and expenditure survey (HIES 2010), a landless household earned Tk 11479 on average in 2010, it was Tk 7203, 5842 and 4366 in the year of 2005, 2000 and 1995/96 respectively.⁴ So, it is found that a landless household earned Tk 4366 around one

and half decades ago and the average income of the bidi labourers is lower than that now.

⁴ Report of the household income & expenditure survey 2010

Daily Average Wage Rate of the Day Labourer in Bangladesh (Tk)



বরং প্রকৃত মজুরির মূল্যমানে তা খানিকটা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। ফলে খানাগুলি ক্রমবর্ধমান আয় ঘাটতির চাপ সামলাতে কোমলমতি শিশু-কিশোরদেরকে এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জরিপ ‘ওয়েজ রেট অফ ওয়ার্কিং পুওর ইন বাংলাদেশ, ২০০৯-১০’ এর তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিড়ি ও জর্দা তৈরির সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। বর্তমানে বিড়ি খাতে নিয়োজিত শিশুদের মজুরির চিত্র আরও ভয়াবহ, মাত্র ৩৫* টাকা। তবে বিড়ি কারখানাগুলোতে সপ্তাহে যে পরিমাণ কাজ হয় সে হিসেবে একজন শিশুশ্রমিকের মজুরি বাবদ প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় থেকে দৈনিক গড় আয় বের করলে, শিশু মজুরির অমানবিক চিত্র পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। হিসেব অনুযায়ী এই আয় মাত্র ১৪ টাকা। এই টাকায় কি একটা ছোট্ট শিশুরও পেট ভরে? এভাবেই দারিদ্র্য আর অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করছে। মরণ ফাঁদে আটকে রাখছে জাতির এসব অবুধা শিশু সন্তানদের।

কেস ১: মৃত্যুফাঁদে ডলারের শৈশব

ডলার, বয়স ১৪ ছুঁই ছুঁই। বিড়ি শিল্পের মরণ ফাঁদে আটকা পড়া এক দরিদ্র শিশু। হারাগাছ গফুর বিড়ি কারখানার পাশে গড়ে উঠা সারাই কলোনির ছোট ঘরে খানার আরও পাঁচ পাঁচজন সদস্যের সাথে মানবেতর ভাবে বেড়ে ওঠা এক অপুষ্টি শিশু। ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে সে। আর দশজন শিশুশ্রমিকের মতো বিড়ি কারখানায় কাজ শুরু করার পর তার পক্ষেও লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই মাত্র ৭ বছর বয়সে



During the past few years, the wage of all types day laborers have increased significantly, but the wages of the bidi laborers have not been increased and even it might be reduced a bit in terms real wages. Therefore, to cope with the income disparity, the households are deploying their children to work at bidi factories. Analysis of the daily wages of all the labourers in Bangladesh after the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) survey ‘Wage Rate of Working Poor in Bangladesh, 2009-10’ shows that the wages of the bidi and zarda workers is lowest than the any other sector in the country. The current wages scenario of child labourer working in the bidi factories is more terrible as they get only Tk 35* on average. The inhumane face of scanty wages to the children becomes clearer when the daily income distribution is calculated from the monthly average wage income. According to calculation it is only TK 14 a day. Is this enough for a child to meet his daily needs? Tobacco companies are exploiting them for their poverty and unawareness, and entrapping the innocent kids with the death-traps.

Case 1: Dollar caught in deathtrap

Dollar is a boy of about 14. The poor kid is entrapped by the bidi industry’s deathtrap. The malnourished boy lives with the other 5 household members at a small room beside Gafur Bidi factory in Haragaach. He studied in the first grade and could not continue it like the other bidi factory child labours. To support his family, he started working at Aziz Bidi Factory only when he was seven. At the factory he is responsible for inserting bidi shells with tobacco, closing the shell tops and bidi packaging. He works from 8am to 4pm. Besides, he is also engaged helping his mother and other family members at his

* Based on Focus Group Discussions (FGDs) and Key Informant Interviews (KII) with bidi laborers at Haragach (Rangpur) and Khuniagach (Lalmonirhat).

সে আজিজ বিড়ির কারখানায় কাজ শুরু করে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কারখানার ভিতরে বিড়ির খালি ঠোসে তামাক ভরা, বিড়ির মাথা মোড়ানো এবং বিড়ি প্যাকেটজাত করতে হয় তাকে। এছাড়া বাড়িতে খালি ঠোস তৈরির কাজে মা, বোন ও ভাইয়ের পাশাপাশি সে নিজেও যুক্ত থাকে। উল্লেখ্য, ঠোস তৈরির সাথে সম্পৃক্ত শিশুদের বয়স সবচেয়ে কম, বেশিরভাগই ৫- ৯ বছরের মধ্যে।

ডলার জানায় তার বাবা বর্তমানে বিড়ি তৈরির সাথে যুক্ত না থাকলেও এক সময় বাবার কাজে সহযোগিতা করতে করতেই তার বিড়ি শ্রমিক হয়ে ওঠা। ‘বাবার সাথে একটু একটু কাজ করতে করতে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে পড়ছি’- ডলার বলে। হারাগাছ এলাকার প্রায় সব শিশু শ্রমিক এভাবেই প্রথমে পারিবারিক শ্রমের অংশ হিসেবে ঘরে বসে অন্যান্য সদস্যদের সাথে বিড়ির ঠোস তৈরি করে তারপর একদিন বাবা-মায়ের হাত ধরে বিড়ি ফ্যাক্টরির অস্থায়িক প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ে। সাত বছর যাবৎ ডলার বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে নিয়মিতভাবে কাজ করছে। সপ্তাহে সে ৩ দিন কাজ করে এবং প্রতিদিন ৬ হাজার বিড়ির ঠোস তৈরি, খালি ঠোসে তামাক ভরা, মাথা মোড়ানো এবং প্যাকেটজাত করার কাজ করে। ৬ হাজার বিড়ির জন্য মজুরি হিসেবে সে পায় ১৪৩ টাকা। এই ১৪৩ টাকার মধ্যে তার নিজস্ব মজুরি ১০৩ টাকা আর বাড়িতে বিড়ির ঠোস তৈরি বাবদ তার মা-বোন ও ভাইয়ের অংশ ৪০ টাকা। এই হিসেবে ডলারের সাপ্তাহিক গড় মজুরি আয় ৩০৯ টাকা এবং প্রতিমাসে সে গড়ে ১২৩৬ টাকা উপার্জন করে। খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ (HIES-2010) এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০১০ এ মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ছিল ২৫৫৩ টাকা, ২০০৫ এ ছিল ১৪৮৫ টাকা, ২০০০ এ ছিল ১১২৮ টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে এই ছিল ৮৩০ টাকা^৫। ডলারের বর্তমান আয় ২০০৫ সালের জাতীয় মাথাপিছু আয় থেকে কম এবং ২০০০ সালের আয় থেকে একটু বেশি।

ডলারের চোখ-মুখ কেমন শুষ্ক, বয়স্কদের ভাঁজপড়া ত্বকের ছায়া এখনি ওর মুখাবয়ব জুড়ে। হাত-পা সরু পাট খড়ির মতো। ফ্যাকাশে ফোলা ফোলা ত্বক, কোন লাভণ্য নেই যেন। এখন সে প্রায়ই অসুখে পড়ে। মাঝে মাঝেই জ্বর আসে। কখনও কখনও হাত-পা ভীষণ ব্যথা করে, পাতলা পায়খানা হয়। সর্দি কাশি যেন তার নিত্যদিনের সঙ্গী। এজন্য সে কোন ডাক্তারের কাছে যায় না, নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খায়। পরিবারের লোকজনেরও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই, অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে এসব তাদের কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, টাকা। ক্ষুধা নিবারণের



house to prepare empty bidi shells. It is to be noted that the children who prepare shells are usually the younger ones aged from five to nine years old. Dollar said that once he was an associate of his father at the bidi factory and gradually turned into a bidi worker. But his father is no longer continuing the work. Majority of the children in



Haragaach start helping their household in bidi processing as part of helping to their parents. Consequently they enter at the unhealthy bidi factories. Dollar has been working at the bidi factory for seven years. He works thrice a week and prepares 6000 bidi shells a day. He inserts tobacco into the shells, locks the bidi tops and packs the sticks. He earns Tk 143 for preparing 6000 sticks of bidi from the factory. His total share is Tk 103 and the rest Tk 40 is for making bidi shells by his household members (sister, mother and brother). Thereby, he earns Tk 309 on average in a week and Tk 1236 in a month. Household Income and Expenditure Survey (HIES 2010) data shows that the monthly average (per capita) income of a person was Tk 2553 in 2010, Tk 1485 was in 2005 and Tk 1128 was in 2000 and Tk 830 in 1995 – 96.⁵ The current earning of Dollar is less than the average per capita income of 2005 and slightly higher than 2000.

Rough and pre-matured facing Dollar has skinny limbs. His complexion turns fade with no mildness. He frequently falls sick, suffers from fever, muscle pain, diarrhea. Coughs and colds are his regular companion. In such cases, he does not go to doctor rather takes medications from the local drug stores. Even his family members are not worried over his sickness. They have coped up with the situation. Actually they need money more than anything to fill their hunger. So, they barely have any time to look over him. The premature body is being used as an earning source for his family. His father alone cannot bear all the expenses and they also do not own any croplands to grow food crops. His father said that the family is being maintained with the additional earnings of his son. Dollar has a plan to leave bidi

⁵ Report of the household income & expenditure survey 2010

জন্য টাকা। সংসারের ঘনি টানতে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে এই ছোট্ট শরীর। সংসারে বাবার আয়-রোজগার যথেষ্ট নয়, আবাদি কোন জমিজমা নেই তাদের। ডলারের বাবা জানালেন, সংসারে ছেলের আয় যুক্ত হওয়ায় কোন রকম চলে যাচ্ছে তাদের। ডলারের আশা, অন্য কোথাও একটা কাজ জুটে গেলেই ছেড়ে দিবে বিড়ি কারখানার কাজ। তার স্বপ্ন সে একদিন এলাকার বাইরে গিয়ে কাজ শুরু করবে। অনেক টাকা রোজগার করবে, দূর করবে সংসারের অভাব।

ডলারের ধারণা আজিজ বিড়ি কারখানায় বর্তমানে ১৪-১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করছে, যার মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭-৮ হাজার (ছেলে শিশু ২-৩ হাজার এবং মেয়ে শিশু ৫-৬ হাজার)। অবশ্য স্থানীয়দের মতে, এ কারখানার প্রায় ৬০/৬৫ ভাগ শ্রমিকই শিশু। গবেষণা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ১৯৫টি বিড়ি কারখানায় ৭৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে। মোট শ্রমিকের অর্ধেকও যদি শিশু হয়, তাহলে সারা দেশে ৪২,৫০০ হাজার শিশু শ্রমিক ডলারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবতর জীবন-যাপন করছে। বিড়ি কারখানায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ কিন্তু সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় তামাক কোম্পানির মৃত্যুবিপণন কৌশলে প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

কেস ২: মুক্তার মুক্তি কিসে?

মুক্তা, বয়স ৯। হারাগাছ সাহেব পাড়ায় বসবাস। বাবা ট্রাক হেলপার। পরিবারের মাসিক আয় ২৫০০-৩০০০ টাকা। এই আয়ে ৫ জনের সংসার চলে না। মুক্তা ও তার বড় বোনকে তাই মায়ের সাথে বিড়ি তৈরির কাজ করতে হয়। মাত্র ৭ বছর বয়সই সে বিড়ির কাজ শুরু করে। সপ্তাহের বুধ ও শনিবারে সে মায়ের সাথে বিড়ি কারখানায় যায়। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কাজ করে। এ সময়ে সে ৫ হাজার বিড়ির মাথা মোড়ানোর কাজ করতে পারে যার মজুরি প্রতিহাজারে ৭ টাকা। মায়ের কাজের অংশ হিসেবে সে এই কাজ করে। মূলত তার মা সপ্তাহে ১৮,০০০ হাজার বিড়ি তৈরির অর্ডার পায়। বুধবারে জমা দিতে হয় ৯ হাজার এবং বাকি ৯ হাজার জমা দিতে হয় শনিবার। মুক্তার বোন ও মা বাড়িতে বসে ৪ দিনে এই ১৮,০০০ বিড়ির ঠোস তৈরি করে। সপ্তাহের দুই দিনে (বুধ ও শনি) কারখানায় ঠোসগুলিতে তামাক ভরা, মাথা মোড়ানো এবং প্যাকেটজাত করার কাজ করে মুক্তা আর তার মা। এক সপ্তাহে এই ১৮ হাজার বিড়ির জন্য মুক্তার মা মজুরি



হিসাবে কারখানা থেকে পায় মাত্র ৩৩০ টাকা যার মধ্যে মুক্তার আয় ৭০ টাকা। অর্থাৎ মজুরি থেকে তার মাসিক গড় আয় মাত্র ২৮০ টাকা। মুক্তা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়লেও নিয়মিত স্কুলে যায় না। দিনে দিনে রোগা হয়ে পড়ছে সে। জ্বর, কাশি

প্রভৃতি কারণে তাকে মাঝে মাঝেই স্কুল ও কারখানার কাজ কামাই করতে হয়। এই কাজ করতে কেমন লাগে, এ প্রশ্নের কোন উত্তর

factory, if he gets a job elsewhere. He dreams to start working at another place someday to earn enough money to improve his family condition.

Dollar opines that there are around 14-15 thousand workers at Aziz bidi factory and around 7000- 8000 of them are children (2/3 thousand boys and 5/6 thousand girls). But the locals said that 60/ 65 per cent workers of the factory are children. Following a research, 75,000 workers are engaged in 195 bidi factories across the country, and if half of the workers are children then there are 42,500 child workers are leading inhumane and hazardous lives like Dollar. Child labour is prohibited in the bidi factories. Since there is no application of the policies, a significant portion of the future cohort of the country is being destroyed by the death selling traps of the tobacco companies.

Case 2: Bidi making chains Mukta



Mukta is a nine years old girl living at the Saheb Para of Haragaach. Her father is a truck helper who earns Tk 2500 – 3000 monthly on average. The earning is barely enough to maintain the five-member household expenses. So, Mukta is to make bidi with her older sister and mother.

She started bidi making when she was seven years old and goes to the bidi factory in every Saturday and Monday with her mother. She works from 8am to 11 am and locks around 5000 bidi shell tops. She gets Tk 7 for per thousand. She is an assistant of her mother. Her mother receives an order of preparing 18,000 bidis in a week and is to submit 9000 bidis on Wednesday and the remaining 9000 on Saturday. Her mother and sister makes 18,000 bidi shells in four days and fills tobacco in the shells, locks the tops and packaging is done when Mukta goes into the factory with her mother. Her mother receives Tk 330 for the 18,000 bidi altogether and she gets Tk 70 for her participation. She earns Tk 280 on average in a month. Although she is in her second grade, she is irregular to school. Moreover, she is becoming thin gradually and suffering from fever and coughs. At times she cannot attend school or the bidi factory for her sickness. When she was asked about how she felt in this job, she remained tight lipped. Might be the question was irrelevant to her or she is too familiar

দেয়নি মুক্ত। হয়ত প্রশ্নটাই তার কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে অথবা আগেও সে এ প্রশ্ন অনেকবার শুনেছে। কিংবা নিঃশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, তোমরা যাই বল মুক্তাদের মুক্তি হয় না !

কেস ৩: ছোট্ট কাঁধে সংসারের ঘানি, এ কেমন শৈশব!

লালমনিরহাট জেলার কালমাটির মণ্ডল পাড়ার শিশু শ্রমিক রোখসানা, বয়স ৮। ৫ বছর বয়স থেকেই মা শিউলি বেগমকে বিড়ির ঠোস তৈরির কাজে সহায়তা করে আসছে সে। বর্তমানে সপ্তাহে ৫-৬ দিন বিড়ির ঠোস তৈরির কাজ করে রোখসানা। তার মা সপ্তাহে ১০ হাজার ঠোস তৈরির অর্ডার পায়। রোখসানা তৈরি করে ৪ হাজার এবং বাকি ৬ হাজার ঠোস তৈরি করে তার মা। প্রতি হাজার ঠোস তৈরির মজুরি ৮ টাকা। এ কাজে রোখসানা সপ্তাহে আয় করে ৩২ টাকা এবং সে হিসেবে তার মাসিক আয় মাত্র ১২৮ টাকা। মা শিউলি বেগম বিড়ি কারখানার কার্ডধারী শ্রমিক নয়। উল্লেখ্য, লালমনিরহাট এলাকায় যেসব শ্রমিকের কার্ড নেই তারা বাড়িতে বসে চুক্তিভিত্তিক ঠোস তৈরি করে। এদেরকে চুক্তিভিত্তিক কাজে যুক্ত করে কার্ডধারী শ্রমিক। কার্ডধারী শ্রমিক বিড়ি কারখানা থেকে প্রতিদিন (১০-১৮ হাজার) যে পরিমাণ বিড়ি তৈরির অর্ডার পায় তার সবটা তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে, তারা চুক্তিভিত্তিক ঠোস তৈরি করিয়ে নেয়। কার্ডধারী শ্রমিকরা বাড়িতে বাড়িতে ঠোস তৈরির উপাদান অর্থাৎ সাদা কাগজ ও আঠা সরবরাহ করে এবং ঠোস তৈরি শেষে নিয়ে আসে।

মায়ের ঠোস বানানো দেখে দেখেই একাজ শিখেছে রোখসানা। এখন অভাব তাড়ানোর দায়ভারও পড়েছে তার ঘাড়ে। রোখসানা এখন ২য় শ্রেণির ছাত্রী কিন্তু কাজের জন্য নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, এমনকি খেলাধুলার সময়ও নেই তার হাতে। গত তিন বছর ধরে এভাবেই চলছে রোখসানার শৈশব। তার মতো কয়েক হাজার শিশু নিয়মিত স্কুলে যায় না, অভাব নামক দানবের কাছে মাথা হেঁট করে কাজ করে চলেছে তারা। এ অবস্থার অবসান হবে কবে?



রোখসানার বাবা দিনমজুর। সারা বছর নিয়মিত কাজ থাকে না। চাষাবাদের কোন জমিও নেই তাদের। বাবার অল্প আয়ে সংসার চলে না। যে কারণে মা ও মেয়েকে বাধ্য হয়েছে বিড়ির কাজ করতে হয়। শিউলি বেগমের সাথে কথা বলে জানা গেল এই

with the question that it is unnecessary for her to answer it. Whatever the fact is, such children are never unchained.

Case 3: Family shouldered on childhood

Eight years old Rokhsana is a child labour from Kalmatir para under Lalmonirhat district. She has been engaged with bidi shell preparation with her mother when she was five. Currently she works five or six days in a week. Her mother gets order to prepare 10,000 bidi shells in a week. She prepares



4000 and the rest is done by her mother. They get Tk 8 only for preparing per 1000 bidi shells. Rokhsana earns Tk 32 in a week on average and monthly is Tk 128. Her mother is a non-card holder of bidi factory. She works on a sub-contract from the card-holder workers. It is the rule of the locality that the workers who do not have cards will prepare bidi shells sitting at their residences under sub-contract arranged by the card-holder workers. Card holders get order to prepare 10-18 thousand bidi a day. But being it impossible for them under the tight timeline, they employ the non card-holders to make bidi shells. The card-holders supply the shell preparing materials and a deadline and collect the shells when done.

Rokhsana has learnt bidi shell making from her mother. She is now responsible to help in the household income by her skills. Despite being a student of class two, she cannot attend school for the work. She even does not have enough time to spend for sports. Her childhood is passing the same for past three years. Thousands of children of the poverty-stricken households do not go to school. Isn't there any end of such situations?

Rokhsana's father is a day labourer. He does not have works round the year. He also does not have any croplands. His scanty income is inadequate to bear all the household expenses. So, he engaged his daughter in bidi making. Rokhsana's mother, Sheuli Begum, said that most of the locals are engaged with

এলাকার বেশির ভাগ গরিব মানুষই বিড়ি তৈরির কাজে নিয়োজিত। যাদের নিজেদের চাষের জমি নেই, সহায়সম্পদহীন অথবা দিনমজুরিই যাদের একমাত্র সম্বল তাদের বেশির ভাগ মানুষই বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

কেস ৪: স্কুলে যাওয়া হলো না শুকির

শুকির বয়স ১১।
দ্বিতীয় শ্রেণির পর
আর স্কুলে যাওয়া
হয়নি। এখন সে
বিড়ি কারখানার
নিয়মিত শ্রমিক।
প্রতিদিন ভোর
৫টায় চোখ মুছতে
মুছতে বাবার সাথে
বিড়ি কারখানায়
যায় এবং কাজ
শেষে বিকাল ৫টায়
বাড়ি ফেরে।
লালমনিরহাট
জেলার কালমাটির
বানিয়াপাড়ার
ভেড়িবাঁধে
শুকিদের বসবাস।
শুকির বাবা



কার্ডধারী শ্রমিক। কারখানা থেকে সে প্রতিদিন ১০ হাজার বিড়ি তৈরির অর্ডার পায়। প্রতি হাজার ২৪ টাকা হিসেবে ১০ হাজার বিড়ি তৈরির জন্য সে মোট পায় ২৪০ টাকা। ৮ টাকা হাজার চুক্তিতে বাইরের শ্রমিক দিয়ে ১০ হাজার ঠোস তৈরিতে তার খরচ হয় ৮০ টাকা। ঠোস তৈরির খরচ বাদ দিয়ে যে ১৬০ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাই শুকি ও তার বাবার দৈনিক আয়। তারা ১ মাসে গড়ে ২০ দিনের মতো কাজ পায়, যা থেকে তাদের মোট আয় হয় ৩২০০ টাকা এর মধ্যে শুকির আয় ৮০০ টাকা। শুকি সপ্তাহে ৫ দিন কারখানায় যায়। প্রতিদিন সে ৫ হাজার বিড়ির মাথা মোড়ায় যার মজুরি হাজারপ্রতি ৮ টাকা হিসাবে ৪০ টাকা। অর্থাৎ শুকির সাপ্তাহিক মজুরি থেকে আয় ২০০ টাকা যা মাসে দাঁড়ায় ৮০০ টাকায়। উল্লেখ্য, শুকির আয় অন্য যেকোন শিশু শ্রমিকের গড় আয়ের চেয়ে বেশি, দক্ষতা ও সপ্তাহে ৫দিন কাজের সুযোগ থাকাই এর প্রধান কারণ।

bidi production. Sheuli added that particularly people who do not have any croplands, wealth or helpless, are integrated with the hazardous bidi factory.

Case 4: Shuki deprived of education

Eleven years old Shuki attended school till her second grade. Now she is a regular worker of a bidi factory. She lives with her family at Beribandh (embankment) of Baniapara under Lalmonirhat district. Shuki wakes up at 5am to go at the bidi factory with her father and returns at 5pm. She is ordered to prepare 10,000 bidi a day and is paid Tk 240 altogether. She gets Tk 24 for per thousand bidi preparation. She is to spend Tk 80 to prepare one thousand bidi shells by sub-contract and she with her father receives Tk 160 which is their actual income. They work around 20 days a month on average and earn around Tk 3200 of which Tk 800 belongs to her. She goes to bidi factory five days in a week and locks around 5000 tops of bidi shells. She receives Tk 8 for per thousand. Her weekly average income is Tk 200 and Tk 800 monthly. It is to be noted that her income is more on average than any other children as she is privileged with five-day working opportunity and her skills to prepare bidi.

She was accompanied with her parents during the interview. Her parents are indifferent to the unhealthy bidi factory environment and her absence at school. Rather, their shining faces expressed satisfaction for the additional income of their daughter. Once they were a solvent family. But they are to live on the Beribandh area after they lost their belongings by river erosion. They also do not have any lands or livestock as well. It was difficult for her father to maintain the five-member family expenses alone. So, her father has engaged her with bidi factory. However, not only she had to stop schooling, her health is also weakening after she is engaged with bidi factory. In line with fever and coughs, she



শুকির সাথে কথা বলার সময় তার বাবা মা পাশেই ছিল। মেয়ে বিড়ি কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে, স্কুলে যায় না এসবে কোন অনুতাপ নেই তাদের। বরং মেয়ে যে টাকা আয় করছে সেটা বলার সময় তাদের চোখে-মুখে দারুণ তৃপ্তির ঝিলিক দেখা গেল। তার স্কুলে না যাওয়া পরিবারের কাছে বড় কোন ঘটনা নয়, সে যে টাকা আয় করছে সেটাই তার পরিবারের কাছে অনেক বড়। কারণ, তার পরিবারও নিঃস্ব, সর্বহারা। নদী ভাঙনের ফলে সবকিছু হারিয়ে গত ৬ বছর যাবৎ ভেড়িবাঁধে বসবাস করছে। কোন জমিজমাও নেই তাদের। শরীরই একমাত্র সম্বল। বাবার একার আয় দিয়ে পাঁচ জনের সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণেই শুকিকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তার বাবা। তবে বিড়ি কারখানায় কাজ করতে গিয়ে শুধু স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়নি তার স্বাস্থ্যেরও বেশ অবনতি হয়েছে। জ্বর, কাশি ছাড়াও বেশ কিছুদিন থেকে শুকির দুচোখ ফোলা ফোলা এবং চোখ ব্যথা করে। টাকার অভাবে এখনো ডাক্তার দেখানো হয়নি। আর কতদিন শুকি বিড়ি কারখানায় কাজ করবে? উত্তরে তার বাবা জানায়, “শুকি যে টাকা আয় করছে তা ওর জন্যই সঞ্চয় করছি, ওর বিয়ের সময় তো টাকা লাগবে।” শুকির কাছে প্রশ্ন ছিল, “বিড়ি কারখানায় কাজ করতে তোমার ভাল লাগে?” ও চুপ করেছিল। কারণ ওর মা-বাবা কাছেই ছিল। শুকির মতো অনেক শিশু তাদের বেড়ে উঠা সময় ব্যয় করছে বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে। যে সময় ব্যয় হওয়া উচিত ছিল শিক্ষা ও খেলাধুলায় সে সময় চলে যাচ্ছে সংসারের আয়-উপার্জনের ঘানি টানতে।

কেস ৫: কারখানার অভ্যন্তরে

উৎকট ঝাঁঝালো গন্ধের তীব্রতা ভেদ করে কারখানার ভিতরে পা রাখতেই চোখে পড়লো এক অন্যরকম দৃশ্য। গুদামসদৃশ বিশাল ঘরের মেঝেতে শত শত কচি হাত একমনে কাজ করে চলেছে, কারো কোন দিক তাকাবার ফুরসত নেই। সারা মেঝে জুড়ে তামাকের গুঁড়া আর ধুলো-ময়লার আস্তরণ, ঘরময় দূষিত বাতাস। প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন জীবনি শক্তি খেয়ে ফেলেছে। এরমধ্যে গোল হয়ে বসে কাজ করছে ২-৫ জনের এক একটা দল, এক একটি পরিবার সাথে বিড়ি তৈরির সরঞ্জাম। মায়ের পাশে আনমনে খেলা করছে অনেক দুধের শিশু, ঘুমিয়ে আছে কেউ কেউ চরম অনাদর

developed eye sight problems. But being poor, she could not consult a doctor. When asked about how long she will work in the bidi factory, her father replied that all the earnings of Shuki have been being saved for her marriage in future. When Shuki was asked how she feels working in bidi factories, she remained silent as her parents were sitting next to her. Many of the children of the locality are spending their childhood in the hazardous environment of the bidi factories. The childhood that was supposed to be invested in sports and education, is being spent for maintaining their family.

Case 5: Inside the Factory

Acute sharp stench was filled in the air when we entered at a bidi factory. Hundreds of tender hands were carefully working on the floor of a storehouse like space and they even do not have time to look around for the deadlines of finishing their respective tasks. The air, heavily polluted and filled with tobacco powder and dusts, is flying across the room and it appeared that life span is decreasing with each breaths. In such a situation, teams have been made consisting of 2-5 members sitting in a circle with bidi making materials. Usually household members are used to form teams. Even there are many children found sleeping on the floor aged from six months to four years amid extreme negligence. The children are bound stay at the factories for long hours until their mother complete their tasks. Tobacco dusts are entering into their mouth and nose which is a serious health threat for them but nobody seems worried about the issue. However, the factory authority is also callous and has finished their responsibilities by showing a signboard on the main entrance that



আর অবহেলায়। মায়ের সাথে আসা এসব শিশুর বেশিরভাগের বয়স ৬ মাস থেকে ৪ বছরের মধ্যে। ভীষণ স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে বাধ্য হয়েই সারাদিন মায়ের সাথে থাকতে হচ্ছে তাদের। তামাকের গুঁড়া নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করছে অনবরত। কারো কোন বিকার নেই। অবশ্য কারখানা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্বিকার, '১৪ বছরের নিচে শিশুদের বিড়ি ফ্যান্টারিতে প্রবেশ নিষেধ' সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড প্রধান ফটকের সামনে সাটিয়ে দিয়ে খালাস, যেন শিশু অধিকার আইন পালন করে ফেলেছে।

চৈত্রের দাবদাহ, প্রায় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। টিনের ছাদ বেয়ে নামছে দগদগা গরম, কোন ফ্যান নেই। অনেকে শুধু স্যাভো গেঞ্জি গায়ে কাজ করছে। কেউ কেউ উদাম শরীরে হাত চালাচ্ছে দিনের কোটা পূরণ করতে। খালি গায়ে থাকা শিশুদের হাড়িসার

describes that entry of children under 14 is restricted in the factory. But they are paying no heed on the issue and believe that all their responsibilities to protect child rights are done by the signboard.

The temperature is around 39° Celsius which is almost similar to a heat wave. Hot weather pouring down through the tinned (CI) roof inside the factory and there is no ceiling or table fans found inside. So, most of them are wearing undershirts and even some are working on bare body to adjust with the weather and fill their daily quota. All on a sudden, a comparison between the malnourished, poverty-



শরীর দেখে, মনের অজান্তেই স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করা শিশুদের সাথে এদের তুলনা মাথায় এসে পরে। কি নির্মম বাস্তবতা। সারা শরীরে তামাক গুঁড়ার আস্তরণ, শুষ্ক চোখ-মুখ। চোয়ালের হাড় জেগে উঠা। চোখদুটো গর্তে বসানো, নিস্প্রভ। শিশুর চাঞ্চল্য নেই ওদের চোখে-মুখে, যেন সংসারের সবার ভাত-কাপড়ের দায়ভার তাদের ঘারে চাপানো।

কারখানার ভেতরে অনেক প্রশ্ন মনে আসলেও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ ছিল না। শুধু পর্যবেক্ষণ। তবে কারখানার (১/২ জন) কর্তৃপক্ষের পক্ষে টিমের ৭/৮ জনকে (স্থানীয় সাংবাদিকসহ) সামলানো সহজ ছিলনা। ফলে, কৌশলে কারখানার অভ্যন্তরে কিছু কিছু ছবি তোলা সম্ভব হয়েছিল। শ্রমিকদের সাথে কথা বলার জন্য কারখানার প্রধান ফটকের বাইরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। কাজ শেষে বের হলে, অনুমতি নিয়ে রাস্তার পাশে কোন স্টলে অথবা বাড়িতে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। লালমনিরহাটে একটি বিড়ি কারখানার বাইরে ৩ সদস্যের এক শ্রমিক পরিবারের মা সদস্যর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল- কারখানায় এত শিশু, শুধুই কি অভাব? তার উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, অভাব তো আছেই কিন্তু বিড়ি কোম্পানির স্বার্থও কম নয়। শিশুদের সরু সরু আঙুল কোম্পানির খুব পছন্দ। বড়দের তুলনায় শিশুরা সরু আঙুল দিয়ে বিশেষ করে খালি ঠোস তৈরি ও তামাক

stricken children in the bidi factory and children living in modern and healthy environment hit the mind. It is the cruel reality of life. The children in the bidi factory were covered with tobacco dusts, their eyes dimmed and small, dried faces, boney bodies and limbs, absence of childish activities prevailing among them. Poverty has made them wasting their childhoods to bear their households for a little longer.

Despite having lots of queries in mind, there was lack scope to ask the questions to someone inside the bidi factory. We only observed and tried to realize the real condition of living of the children and their families with the meager income in exchange of the hardest labour. However, the authority of the bidi factory (one or two members who were present at the factory then) could not control over the team of seven to eight members including two local journalists. The images attached herein were taken very trickily by the team. We had to wait outside of the entrance to have some talks with the bidi workers as we had no other options left. Interviews were taken after their permission sitting by roadside or at

ভরা চৌসের মাথা মোড়ানোর কাজ খুব দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করতে পারে। এছাড়া শিশুদের সহজে পাওয়া যায় এবং পূর্নবয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় শিশুদের মজুরি মূল্যের চাহিদাও কম। একপর্যায়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে তার ৮ বছরের মেয়ে ও ১০ বছরের ছেলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানান, তার ছেলে গত তিন বছর ধরে কাজ করছে আর মেয়ে কাজ করছে দেড় বছর ধরে। মেয়েটি সারাবছরই নানারকম অসুখে ভোগে বিশেষ করে কাশি থাকে



সবসময়। তার কাছে আরও জানা গেল মালিক পক্ষ কেন টিমের লোকজনকে কারখানার অভ্যন্তরে একটি বিশেষ ঘরে যেতে আপত্তি করেছিল। কারখানার ওই ঘরের বেশির ভাগই শিশু শ্রমিক। তার কাছে আরও জিজ্ঞেস করা হলো কারখানার একজন কর্মকর্তা বললো এসব শিশুরা স্কুলে যায়, কিন্তু কিভাবে? টিমের কাছে উন্মোচিত হলো কাখানা কর্তৃপক্ষের এক নতুন চরিত্র। কারখানার মালিক পক্ষ বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে এসব বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, ভর্তি শেষ হলে প্রথম এক-দুইমাস যারা স্কুলে পড়ে তাদের সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে সে নিয়ম শিথিল হয়ে আবার বিড়ি তৈরির কাজ চলতে থাকে সারাদিন। স্কুলে নিয়মিত যায় এমন শিশুর সংখ্যা খুবই কম। এটি কোম্পানির এক ভয়াবহ কৌশল, শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি কিন্তু কাজ করে সারাদিন কারখানায়!

their respective residences. In Lalmonirhat, a three-member team of bidi workers from a household, where the mother was the team leader, was asked that if there is only poverty to let people allow their children to work in bidi factories. She precisely replied that poverty is a fact but the bidi factory owners also have some interest if child workers are engaged into their factories. The bidi company prefers thin fingers of the children as they could quickly and perfectly prepare the bidi shells and close the shell tops. Besides, children are available and less demanding than the adult ones. Turning emotional she said that her son, aged 10 years old, has been working for past three years and her daughter, aged eight, has been working for one and a half years at the bidi factory. Her daughter suffers from different diseases, particularly coughing. She also said why the factory authority forbade us strongly entering into a particular room because most of the workers of the room are children. She was also asked about the schooling of the children and how that was possible. The question revealed a new face of the factory authority. The factory owner become active to admit the children in schools in the beginning of a year and allows them leave from 9am to 12am for attending classes. But after some days, the rule becomes slacked and day-long bidi preparation continues like the other days of the year. Only a few children regularly attend school and this is a deadly tactic by the factory owner. All the children of the bidi factory are enrolled with school but pass their time in the bidi factory by making thousands of bidis!

Child labour inside the bidi factory is really shocking. After visiting two factories in Haragaach,



বিড়ি কারখানার অভ্যন্তরে শিশুশ্রমের ব্যবহার সত্যিই আশঙ্কাজনক। রংপুরের হারাগাছে ২টি এবং লালমনিরহাটের খুনিয়াগাছে ১টি মোট ৩টি বিড়ি কারখানা পরিদর্শন শেষে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিম শিশুশ্রম ব্যবহারের মাত্রা বিষয়ে প্রায় অভিন্ন অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মতে কারখানাগুলোতে কর্মরত অর্ধেকের বেশি (শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ) শ্রমিক শিশু, যাদের আনুমানিক বয়স ৪-১৪ বছরের মধ্যে। পর্যবেক্ষণ, বিড়ি শ্রমিকদের সাথে কথা বলা এবং ছবি বিশ্লেষণ করে টিমের সদস্যরা শিশুশ্রম ব্যবহারের এ অনুপাত অনুমান করছে। যেহেতু অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা রুগ্ন এবং শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়, ফলে সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন। তবে স্থানীয়দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাথে টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিমের সংখ্যাগত মূল্যায়নের সাযুজ্য রয়েছে। তবে পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন এই অমানবিক শ্রম বন্ধ হোক এটাই টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিমের প্রত্যাশা।

and one in Khuniagaach under Lalmonirhat district, the six-member Tobacco Industry Watch BD team has come to an agreeable decision about the use of child labour in the bidi factories of the districts. After the team members' opinion, over half of the bidi workers (60- 65%) are children aging from 4– 14. Observations, discussions with the bidi workers and analyzing the photos, the Tobacco Industry Watch BD team members have agreed about the ratio of child labour in the bidi factories. Since most of the children are malnourished, their actual age could not be known. But the Tobacco Industry Team evaluation is almost similar with the information gathered from the locals and secondary literatures on child labour. Whatever the statistics is, Tobacco Industry Watch BD wants the inhumane child labour on bidi factory to be stopped soon.

এই অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিম@প্রজ্ঞা।

This investigative article is prepared by *tobaccoindustrywatchbd* Team@PROGGA.